গাংনীতে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে বিএনপির র্যালি ও জনসভা

মেহেরপুরের গাংনীতে মহান জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে জনসভা ও বর্ণাঢ্য র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার বিকেলে বাঁশবাড়িয়া ফুটবল মাঠ থেকে গাংনী বাজার পর্যন্ত র্যালিটি অনুষ্ঠিত হয়।

র্যালি পরবর্তী আলোচনা সভায় উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজউদ্দীন কালুর সভাপতিত্বে এবং উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আবদান আহমেদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

অন্তর্ভুক্ত প্রধান বক্তাদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি রেজাউল ইসলাম মাস্টার, উপজেলা সাধারণ সম্পাদক আবদুল আওয়াল, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান, পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা, পৌর সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউছার আলী এবং জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, জনগণের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও চাওয়া বুঝে কেন্দ্র ধানের শীষের মনোনয়ন পরিবর্তন করবে। তিনি কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে উদ্দেশ্য করে বলেন, গাংনীর মাটি আজ ধানের শীষের ঘাটি। এর প্রমাণ আজকের জনগণের উপস্থিতি। র্যালিতে নেতৃত্ব দেন জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

মেহেরপুরে বিএনপিতে মনোনয়ন নিয়ে কোন্দল প্রকাশ্যে

মেহেরপুরের দুই সংসদীয় আসন মেহেরপুর-১ ও মেহেরপুর-২ তে বিএনপির অভ্যন্তরীণ কোন্দল এখন প্রকাশ্যে। দলীয় প্রার্থী ঘোষণার পর থেকে দুই আসনেই বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করেছে, যার প্রভাব এখন প্রান্তিক পর্যায়ের নেতাকর্মীদের মধ্যেও পড়েছে।

মেহেরপুর-১ আসনে সাবেক সংসদ-সদস্য মাসুদ অরুণ এবং মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে সাবেক সংসদ-সদস্য আমজাদ হোসেনকে প্রাথমিক মনোনয়ন দেওয়ার পর থেকেই দুই আসনে ক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এর আগে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বৈঠকে স্থানীয় নেতারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন-যিনিই দলীয় মনোনয়ন পাবেন, সবাই ধানের শীষের পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবেন। কিন্তু দলীয় মনোনয়ন ঘোষণার পরই সেই অঙ্গীকার বাস্তবে রূপ নেয়নি।

গত বছরের ১৩ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয়ভাবে মেহেরপুর জেলা বিএনপিতে জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে আহ্বায়ক ও অ্যাড. কামরুল হাসানকে সদস্য সচিব করে কমিটি গঠনের পর থেকে বিরোধ শুরু হয়। মেহেরপুর সদর আসনে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান পক্ষ বুধবার রাতে বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা করে এবং গত বৃহস্পতিবার রাতে মহিলা দলের বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

বিক্ষোভে কামরুল হাসানসহ বক্তৃতা করেন সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, পৌর বিএনপির সভাপতি লতিব বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক এহান উদ্দীন।

বিক্ষোভে দাবি করা হয়, মনোনয়ন পুনর্বিবেচনা না করলে মেহেরপুর আসনে বিএনপির পরাজয় নিশ্চিত। তারা প্রকাশ্যে দলের মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুণের বিরুদ্ধাচরণ করেন। মনোনয়ন পাওয়া মাসুদ অরুণ ইতোমধ্যেই ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগ শুরু করেছেন। তার নেতৃত্বে কর্মীরা গ্রাম-গঞ্জে প্রচার চালাচ্ছেন। মাসুদ আরুণ বলেন, দলীয় মনোনয়ন না পাওয়াতে ক্ষোভ থাকতেই পারে। তবে ঠিক হয়ে যাবে। একই আসনে জামায়াতের প্রার্থী মাওলানা মুহা. তাজউদ্দিন নেতাকর্মীদের নিয়ে দলীয় প্রতীকের পক্ষে আগে থেকেই সক্রিয়। শহর ও উপজেলার বিভিন্ন স্থানে প্রতীক সংবলিত তার পোস্টার ও ব্যানারে

দেওয়ালজুড়ে ছড়িয়েছে নির্বাচনি আমেজ।

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে মনোনয়ন পাওয়া সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন পক্ষের সঙ্গে জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসদ মিল্টন পক্ষের বিরোধ চরম আকার ধারণ করেছে। মঙ্গলবার দুপক্ষের সংঘর্ষ, ধাওয়া- পালটাধাওয়া, অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটেছে। এই দ্বন্দ্বে শুধু শীর্ষপর্যায় নয়, তৃণমূল নেতাকর্মীরাও বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। অনেকে মাঠে কাজ বন্ধ রেখেছেন, কেউ কেউ নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের গাংনী কার্যালয়ে এক যৌথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত যৌথ সভায় বক্তৃতা করেন, উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি রেজাউল হক, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, জেলা বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক আব্দাল হক, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, জেলা মহিলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লাইলা আরজুমান বানু প্রমুখ। সভায় আমজাদ হোসেনকে দেওয়া দলীয় মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে আগামী ২০ দিন শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়।

গাংনী আসনে জামায়াতের প্রার্থী নাজমুল হুদাও প্রচারে ব্যস্ত সময় পার করছেন। ফলে আসনটিতে বিএনপি ও জামায়াতের দুই হেভিওয়েট প্রার্থীর প্রচারণা প্রতিদ্বন্দ্বিতার নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভা ও র্যালি

ঐতিহাসিক ৭ই নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র উদ্যোগে আলোচনা সভা ও বর্ণাঢ্য র্যালির আয়োজন করা হয়।

গতকাল শুক্রবার বিকেল ৪টার দিকে জেলা পরিষদ চত্বরে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা। পরে সেখান থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে সাহাজীপাড়ার মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি আনসার উল হক। প্রধান অতিথি ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, জিয়া পরিবার না থাকলে বাংলাদেশ কোনোদিন ভারতীয় আগ্রাসন থেকে মুক্ত থাকতে পারত না। আজ যে প্রাথমিক মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে, ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে আপনাদের জন্য একটি বড় সুসংবাদ আসবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আমিরুল ইসলাম এবং জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন, পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি হাফিজুর রহমান হাফি, এম.এ.কে খায়রুল বাশার, মীর ফারুক, জেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ, ওমর ফারুক লিটন, পৌর বিএনপি’র সভাপতি আব্দুল লতিফ, জেলা বিএনপি’র সাবেক আইনবিষয়ক সম্পাদক আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, সদর উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম এবং জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু।

গাংনীতে মহান জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষ্যে জনসভা ও র্যালী

মেহেরপুরের গাংনীতে উপজেলা বিএনপি ও পৌর বিএনপি’র আয়োজনে আজ শুক্রবার জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষ্যে জনসভা ও র্যালী

অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকেলে গাংনী ফুটবল মাঠে অনুষ্ঠি হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন, জেলা বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি মতিউর রহমান মোল্লা। ‎অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি ও সাবেক এমপি বিএনপি’র দলীয় মনোনীত প্রার্থী আমজাদ হোসেন।

‎অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পৌর বিএনপি’র সাবেক সভাপতি ও উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মুরাদ আলী, জেলা বিএনপি’র সাবেক যুগ্ম সম্পাদক জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

‎অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু, জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান, রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সাবেক সভাপতি উপাধ্যক্ষ নাসির উদ্দিন, উপজেলা বিএনপি’র সাবেক যুগ্ম সম্পাদক সাজেদুর রহমান বুলবুল, জেলা বিএনপি’র সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মনিরুজ্জামান গাড়ু।

‎অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন, জাসাস এর সভাপতি সুলেরী আলভী, পৌর বিএনপি’র সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মুস্তাফিজুর রহমান বাবলু। ‎অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসেন, যুবদল নেতা সাহিবুল ইসলাম, পৌর যুবদল নেতা মনিরুজ্জামান মনি, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি ইমন হোসেন, ঢাকা ছাত্রদল নেতা রাশেদ হোসেন।

‎এসময় গাংনী উপজেলার বিএনপি’র অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে মনোনয়ন

পুনর্বিবেচনার দাবিতে মহিলা দলের বিক্ষোভ মিছিল

মেহেরপুর-১ আসনের জন্য দলীয় মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে জাতীয়তাবাদী মহিলা দল, মেহেরপুর জেলা শাখা।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত আটটার দিকে জেলা বিএনপি’র কার্যালয় থেকে এ বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে সমাবেশে মিলিত হয়।

জেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহম্মেদ এর নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিলে জেলা মহিলা দলের সহ-সভাপতি সাবিহা সুলতানা, জেলা বিএনপি’র মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা নাজমুন নাহার রিনা, ৪ নম্বর ওয়ার্ড পৌর বিএনপি’র সভাপতি সালমা খাতুন, আমঝুপি ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের মহিলা সদস্য মেরিনা খাতুন, মহিলা দল নেত্রী নবীনা মল্লিক, শিমু খাতুন, নাজু, পিয়ারী খাতুন, মুক্তা, রাকিবা, চায়না, কনা, জতি, লাবনীসহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

সমাবেশে জেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহম্মেদ বলেন, তৃণমূলের মতামত উপেক্ষা করে যারা মনোনয়ন দিয়েছে, তাদের সিদ্ধান্ত অবিলম্বে পুনর্বিবেচনা করতে হবে। মেহেরপুর-১ আসনের জনগণ যোগ্য ও জনপ্রিয় প্রার্থী চায়, দলীয় কোন্দল নয়। তিনি আরও বলেন, দলকে শক্তিশালী করতে হলে তৃণমূলের নেতাকর্মীদের মতামতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। অন্যথায় সংগঠনের ঐক্য বিনষ্ট হবে।

গাংনীতে মনোনয়ন বাতিলের

দাবীতে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালনের ঘোষণা বিএনপি’র

মেহেরপুর-২(গাংনী) আসনের দলীয় মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র যৌথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টার সময় মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের কার্যালয়ে এই যৌথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত যৌথ সভায় বক্তব্য রাখেন, উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি রেজাউল হক, উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, জেলা বিএনপি’র সাংগাঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান, গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সাংগাঠনিক সম্পাদক আব্দাল হক, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, জেলা মহিলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লাইলা আরজুমান বানু, উপজেলা বিএনপি’র নেত্রী ফরিদা পারভীন, বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি রাশিদুল ইসলাম সোহাগ, মটমুড়া ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি হামিদুল হক, পৌর বিএনপি’র সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা, সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম, পৌর বিএনপি’র সাংগাঠনিক সম্পাদক সুমন এডাম, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুল ইসলাম বিপ্লব, গাংনী উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি রিপন হোসেনসহ উপজেলা ও ইউনিয়ন বিএনপির নেতৃবৃন্দ।

যৌথসভায় বক্তারা বলেন, মেহেরপুর-২ আসনের বিএনপি’র দলীয় মনোনয়ন বাতিলের দাবীতে আগামী ২০ দিন শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি পালন করা হবে।

উল্লেখ্য, জেলা বিএনপি’র সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি’র মনোনয়ন না দেওয়ার পর থেকেই বিএনপির একাংশের নেতাকর্মী আন্দোলন শুরু করে। তারা মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কে টায়ার জালিয়ে অবরোধ করে। পরের দিন সকালে জাভেদ মাসুদ মিল্টনের গ্রুপ ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন দফায় দফায় সংঘর্ষ, অগ্নিসংযোগ ও ভাংচুরের ঘটনা ঘটে।

মেহেরপুর-১ আসনেও বিএনপির মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবীতে বিক্ষোভ

সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণকে মনোনয়ন দেওয়ার প্রতিবাদে এবং মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে মেহেরপুর সদর উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সন্ধ্যায় জেলা বিএনপির কার্যালয় থেকে মিছিলটি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

সেখানে বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মহাম্মদ, পৌর বিএনপির সভাপতি লতিফ বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. এহান উদ্দিন মানা। এসময় সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম।

সমাবেশে সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মহাম্মদ বলেন, কয়েক মাস আগে মেহেরপুর জেলা বিএনপির নতুন কমিটি গঠন করা হয়। ওই কমিটিতে সাবেক এমপি মাসুদ অরুণকে শুধু সদস্য হিসেবে রাখা হয়, কোনো নেতৃত্ব বা গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হয়নি।

বর্তমান জেলা কমিটি বিভিন্ন ইউনিটে কমিটি গঠন করে সংগঠনকে নতুনভাবে সুসংগঠিত করেছে বলে নেতারা দাবি করেন। তবে কেন্দ্রীয়ভাবে ঘোষিত মনোনয়নে এই কমিটির তৃণমূল নেতাদের না নিয়ে সাবেক এমপি মাসুদ অরুণকে প্রার্থী করায় নেতাকর্মীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হয়।

তিনি আরও বলেন, তৃণমূলের মতামত উপেক্ষা করে একতরফাভাবে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে, যা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। সুসংগঠিত জেলা কমিটিকে উপেক্ষা করে দলের ভবিষ্যৎকে ঝুঁকির মুখে ফেলা হয়েছে। বক্তারা কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবি জানান।

পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. এহান উদ্দিন মনা বলেন,

মনোনয়ন পাওয়ার পর থেকে মাসুদ অরুনের নেতাকর্মীরা বিএনপির কর্মীদের হুমকি দিয়ে বেড়াচ্ছেন। মেহেরপুর জেলা বিএনপি অনেক শক্তিশালী এবং ঐক্যবদ্ধ এভাবে হুমকি দিয়ে লাভ হবে না। তিনি মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবি জানান।

এর আগে, বিএনপির মনোনয়ন ঘোষণার পরপরই মেহেরপুর-২ আসনের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ এবং পরদিনে উভয় পক্ষের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে উভয় পক্ষের দলীয় অফিস ভাংচুরের ঘটনা ঘটে। এতে উভয় পক্ষের ১০ জন আহত হয়।

দুই দিনের ব্যবধানে জেলার দুই আসনেই মনোনয়ন ইস্যুতে বিএনপির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে রুপ নিয়েছে যা জেলার রাজনীতিতে নতুন উত্তেজনা তৈরি করেছে।

দামুড়হুদায় মহিলা দলের কর্মীসভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের উদ্যোগে এক কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বিকেল ৪টার দিকে ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে তারিনীপুর গ্রামের ঈদগাহ মাঠ প্রাঙ্গণে এই কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ। প্রধান বক্তা ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী।

হাউলী ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি শমসের আলীর সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি সলেমান মল্লিক।

প্রধান অতিথি আব্দুল ওয়াহেদ বলেন, আগামী জাতীয় নির্বাচন হচ্ছে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম। দেশের জনগণ আজ পরিবর্তন চায়, তাই

প্রতিটি নেতাকর্মীকে ঐক্যবদ্ধ থেকে কাজ করতে হবে।

প্রধান বক্তা ইউসুফ আলী বলেন, এই কর্মীসভা আমাদের নারীদের সংগঠিত হওয়ার প্রেরণা দিচ্ছে। ঘরে ঘরে বিএনপির বার্তা পৌঁছে দিতে মহিলা দলের নেত্রীদের ভূমিকা এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচনকে সামনে রেখে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণই হবে আন্দোলনের শক্তি। বিশেষ অতিথি সলেমান মল্লিক বলেন, আমরা আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের নেতৃত্বে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করব। নারী সমাজই হবে এই আন্দোলনের অগ্রদূত।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার সিদ্দিকী, সাংগঠনিক সম্পাদক মালেক রুস্তম, উপজেলা বিএনপির সদস্য ওহেদুজ্জামান, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক কামরুজ্জামান, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক রকিবুল হাসান তোতা, ৩নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আবু হাসান, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, মহিলা দলের নেত্রী রাবেয়া, শিউলী, খোদেজা বেগম, আরিছন, পরিছন, হাউলী ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক আশাদুল হক, জেলা ছাত্রদলের পাঠাগার সম্পাদক আরিফুল ইসলাম, হাউলী ইউনিয়ন ছাত্রদলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক রকিবুল ইসলাম রকি, ৪নং ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি রুবেল হোসেন ও সাংগঠনিক সম্পাদক আমিনুল ইসলাম।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির যুবদল নেতা শাহাজাহান আলী, তরিকুল ইসলাম রানা, বখতিয়ার হোসেন, সাজেদুল ইসলাম, আশান আলীসহ স্থানীয় বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

ঝিনাইদহ-২ আসনে দলীয় মনোনয়ন হোল্ড থাকায় বিএনপি’র নেতাকর্মীরা উদ্বেগ উৎকন্ঠায়

ঝিনাইদহ -২(ঝিনাইদহ সদর-হরিণাকুণ্ডু) আসন ঘিরে বিএনপির নেতা কর্মীদের মাঝে উদ্বেগ উৎকন্ঠা বিরাজ করছে । আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয়

সংসদ নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী হিসাবে ২৩৭ জনের নাম ঘোষনা করা হয়েছে।

৩ নভেম্বর বিকালে বিএনপির গুলশান কার্যালয় থেকে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন। উক্ত তালিকায় ঝিনাইদহ-২ আসনে কারও নাম ঘোষণা কর হয়নি ফাঁকা রাখা হয়েছে। স্বৈরাচার আওয়ামী লীগ সরকার পতনে যুগপৎ আন্দোলনে গণঅধিকার পরিষদের ভুমিকা ছিল অন্যন্য ।

সেই সূত্রে জোটের প্রার্থী হিসেবে নুরুল হক নুর এবং রাশেদ খাঁন আলোচনায় রয়েছে। জোটের স্বার্থ বিবেচনায় গণ অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খাঁনকে ঝিনাইদহ-২ আসন থেকে প্রার্থী করা হতে পারে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে ঝিনাইদহে নানা গুঞ্জন শুরু হয়েছে এবং বিএনপির নেতা কর্মীদের মধ্যে উদ্বেগ ও উৎকন্ঠার জন্ম দিয়েছে। তারা মনে করেণ এ আসনটি যদি গণঅধিকার পরিষদকে ছাড় দেয়া হয় তাহলে ঝিনাইদহে বিএনপিতে নানা সংকট সৃষ্টি হতে পারে।

তৃণমূলের নেতাকর্মীদের দাবী, দীর্ঘ ১৭ বছর তারা বর্তমান জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাডঃ এম.এ মজিদের নেতৃত্বে আন্দোলন সংগ্রাম করে আসছেন। হামলা, মামলা ও জেল জুলুমের শিকার হয়েছেন। তিনি দলের নিবেদিত প্রাণ ও ত্যাগী নেতা। তাকে মনোনয়ন না দিলে তারা নির্বাচনী মাঠে থাকবে না। দলীয় মনোনয়নকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের কর্মীরা ইমেজ সংকটে পড়তে পারে। এতে লাভবান হতে পারে জামায়াত বা অন্য স্বতন্ত্র পার্থীরা। পক্ষান্তরে বিএনপির ঘাটি বলে পরিচিত এ আসনটি বিএনপির হাত ছাড়া হতে পারে বলে আশংকা করছেন তারা।

জেলা বিএনপির যুগ্মসাধারন সম্পাদক আসিফ ইকবাল মাখন বলেন, যুগপৎ আন্দোলনে কেন্দ্রীয় ভাবে গণঅধিকার পরিষদের ভুমিকা থাকলেও ৫ আগষ্টের আগে ঝিনাইদহে তাদের কোন ভুমিকা ছিল না। এমনকি দলের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানের নাম ৫ আগষ্টের আগে ঝিনাইদহের মানুষ জানতো না। নির্বাচনী এলাকায় তার তেমন কোন পরিচিতি নেই।

জেলা বিএনপির একাধিক শীর্ষ নেতা বলেছেন, কেন্দ্রীয় ভাবে দল যদি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিয়ে এ আসনটি শরীক দলের ছেড়ে দেয় তাহলে আগামীতে দলীয় মিছিল মিটিং বা আন্দোলনে নেতা কর্মী খুঁজে পাওয়া যাবে না । সে ক্ষেত্রে দলীয় মনোনয়ন না পেলে দলের মধ্যে শৃংখলা ভঙ্গ হবে।

ঝিনাইদহ সদর-২ আসন হোল্ড করে রাখার বিষয়ে গণঅধিকার পরিষদের

সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান জানান, বিএনপির সাথে আমরা ২০২২ সাল থেকে আন্দোলন সংগ্রাম করেছি। ২৪ এর গণঅভ্যুত্থানে একসাথে কাজ করেছি। সে ক্ষেত্রে সংগ্রামের ইতিহাস রয়েছে। যুগপৎ আন্দোলনে যারা ছিল তাদের সাথে পজেটিভ ভাবে একসাথে ইলেকশন করার আলোচনা চলছে। এটা এখন পর্যন্ত চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। ঝিনাইদহ-২ আসনে কোন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি না হয় এর জন্য চিঠি দিয়েছিল। শুধু এই আসন হোল্ড করে রেখেছে এ রকমও না। যুগপৎ আন্দোলনের আরো যারা অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দ আছে সেখানেও হোল্ড করে রেখেছে। এ বিষয়ে ইতিবাচক আলোচনা চলছে। চুড়ান্ত হলে জানাবো।

ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাডঃ এম,এ মজিদ বলেন, ১, ২ও ৪ দলীয় সিদ্ধান্তে প্রার্থী চুড়ান্ত। তবে রাজনৈতিক কৌশলগত কারণে ডিক্লেয়ার করা হয়নি । তিনি আরো বলেন, ঝিনাইদহ সদর-২ আসনটি দলীয় হেড কোয়ার্টার। এ আসনে বিএনপি দলীয় প্রার্থীকেই মনোনয়ন দেবে। এ আসনে অন্য কোন প্রার্থীকে মনোনয়ন দিলে বিএনপি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এঘটনায় তৃণমূল পর্যায় নেতাকর্মীদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতিসহ চার নেতাকে বহিষ্কারের খবর ভুয়া

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) একটি ভুয়া প্রেস বিজ্ঞপ্তি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

মঙ্গলবার (০৪ নভেম্বর) দুপুর থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ওই তথাকথিত বিজ্ঞপ্তিতে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনসহ চারজন নেতাকে বহিষ্কারের দাবি করা হয়।

তবে বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও ভুয়া বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় বিএনপি নেতারা। তারা জানান, বিভ্রান্তি সৃষ্টি ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কেউ পরিকল্পিতভাবে এ ধরনের মিথ্যা বিজ্ঞপ্তি তৈরি করে ছড়িয়ে দিয়েছে। এতে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করার অপচেষ্টা চালানো

হয়েছে।

এ ঘটনায় দায়ীদের শনাক্ত করতে স্থানীয় বিএনপি নেতারা কেন্দ্রীয় দপ্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, ভুয়া বিজ্ঞপ্তিতে ব্যবহৃত স্বাক্ষর ও লেটারহেডও জালিয়াতির মাধ্যমে নকল করা হয়েছে।